২৬/৪/২০০১

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

পরীক্ষা নিয়া বিপাকে পড়িয়াছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রেজানুর রহমান ॥ হরতাল কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে নির্ধারিত পরীক্ষা নিয়া বিপাকে পড়িয়াছে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। হরতালের কারণে ২৩তম স্পেশাল বিসিএস পরীক্ষা পিছানো হইয়াছে। ২৮শে এপ্রিল হইতে শুরু হইবে ২২তম বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষা। একইদিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার্স পরীক্ষা শুরু হইবে। ১০ই মে শুরু হইবে সারাদেশে ২০০১ সালের এইচ,এস,সি পরীক্ষা। কিন্তু হরতাল কর্মসূচী ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিত হইতে পারিতেছে না। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী স্কুলও বিপাকে পড়িয়াছে। বর্তমানে অধিকাংশ স্কুলে সাপ্তাহিক ছুটি পালিত হইতেছে না। হরতালের কারণে ক্ষতি পোষাইয়া নেওয়ার লক্ষ্যে শুক্রবারেও বিভিন্ন স্কুলে ক্লাস, পরীক্ষা গ্রহণ করা হইতেছে। অধিকাংশ স্কুলে ছুটির দিন হইয়া উঠিয়াছে ক্লাসের দিন। অভিভাবকদের দিনপঞ্জিও পাল্টাইয়া গিয়াছে। শুক্রবার, শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে একটু আরাম আয়েশ করার সেই সুযোগ অনেক অভিভাবক পাইতেছেন না। ছুটির দিনেও ঘুমকাতুরে চোখে সন্তানকে নিয়া স্কুলে ছুটিতে হইতেছে। নগরীর অধিকাংশ স্কুলে বর্তমানে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা চলিতেছে। (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষা নিয়া বিপাকে

(শেষ পৃঃ পর)

অনেক স্কুল শুধুমাত্র শুক্রবার ও শনিবারে পরীক্ষা গ্রহনের তারিখ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। ১০ই মে হইতে সারাদেশে শুরু হইবে ২০০১ সালে এইচ,এস,সি পরীক্ষা। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরার পরীক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিত হইতে পারিতেছে না। গতকাল একজন অভিভাবক বলিলেন, দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী কথা ভাবিয়া এইচ,এস,সি পরীক্ষার সময় দেশকে হরতালমুক্ত রাখা উচিত।

নগরীর নামকরা স্কুলের একজন শিক্ষক বলিলেন, চলতি বছর পাঠ্যবই সঙ্কটের কারণে দেরীতে অনেক স্কুলে নিয়মিত লেখাপড়া শুরু হইয়াছে। কিন্তু থামিয়া থামিয়া হরতাল কর্মসূচীর কারণে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণে জটিলতা দেখা দিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের স্বার্থে এই জটিলতা দূর হওয়া জরুরী।